অধিনিয়মের ১৮ ধারায় "মিথ্যাবর্ণন"-এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। চুক্তি অধিনিয়মের ১৮ ধারা অনুসারে মিথ্যাবর্ণনকে নিম্নলিখিত তিন ভাগে ভাগ করা যায় :

১. কোন সংবাদ যা সমর্থনযোগ্য নয়, এরূপ অসত্য কথা সত্য ভেবে নিশ্চয়তার সঙ্গে বলা।

২. ঠকাবার উদ্দেশ্য না নিয়ে কোন ব্যক্তির কর্তব্যের ত্রুটির দ্বারা অপর ব্যক্তির যদি স্বার্থহানি হয় এবং এর ফলে প্রথমোক্ত ব্যক্তি যদি কোন সুবিধা ভোগ করেন।

৩. চুক্তি এক পক্ষ অনিচ্ছাকৃত ভাবে চুক্তির বিষয়বস্তু সম্পর্কে ভুল তথ্য দিয়ে যদি চুক্তির অপর পক্ষের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন।

মিথ্যাবর্ণনের পরিণাম (Consequences of Misrepresentation) :

কোন এক পক্ষের মিথ্যাবর্ণনের ক্ষেত্রে ক্লিষ্ট পক্ষ—

১. চুক্তি পরিহার বা রদ করতে পারেন, বা

২. চুক্তিটি গ্রহণ করে অপর পক্ষকে চুক্তিটি মানতে বাধ্য করতে পারেন এবং এক্ষেত্রে মিথ্যাবর্ণনের দ্বারা যে সকল শর্ত ও বর্ণনার কথা বলা হয়েছে, সেগুলো পালন করার জন্য অপর পক্ষকে বাধ্য করতে পারেন।

মিথ্যাবর্ণনের ক্ষেত্রে ক্লিষ্ট পক্ষ কোনরূপ ক্ষতিপূরণের জন্য দাবি করতে পারেন না। কিন্তু মিথ্যাবর্ণনে যিনি সায় দিয়েছেন তাঁর পক্ষে যদি সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধির দ্বারা প্রকৃত তথ্য জানার কোনরূপ সম্ভাবনা থাকে, তবে সেক্ষেত্রে মিথ্যাবর্ণনের কোন প্রতিকার থাকে না।

১(ঘ).৭.১ মিথ্যাবর্ণন ও প্রতারনার পার্থক্য

নিম্নলিখিত বিষয়গুলির ভিত্তিতে এদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপন করা হল :

১. মিথ্যাবর্ণনের ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে ঠকাবার কোন উদ্দেশ্য থাকে না। কিন্তু প্রতারনার ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে ঠকাবার উদ্দেশ্য থাকে।

২. ভারতীয় দণ্ড সংহিতা অনুসারে মিথ্যাবর্ণনা শাস্তিযোগ্য অপরাধ নয়। কিন্তু, কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতারনা ভারতীয় দণ্ড সংহিতা অনুসারে শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

৩. মিথ্যাবর্ণন হল অনিচ্ছাকৃত ভুল। এক্ষেত্রে যে ভুল বিবৃতি দেওয়া হয়, তা অতি বিশ্বাসের সঙ্গে সত্যি মনে করেই দেওয়া হয়। কিন্তু প্রতারনা হল ইচ্ছাকৃত ভুল। এক্ষেত্রে, যে ভুল বিবৃতি দেওয়া হয় তা সত্যি নয় জেনেও দেওয়া হয়।

৪. মিথ্যাবর্ণনের ক্ষেত্রে ক্লিষ্ট পক্ষ চুক্তি রদ করতে পারেন। কিন্তু ক্ষতি পূরণের মামলা করতে পারেন না। কিন্তু প্রতারনার ক্ষেত্রে ক্লিষ্ট পক্ষ চুক্তি রদ করতে পারেন এবং ক্ষতিপূরণের জন্য মামলাও করতে পারেন।

৫. সাধারণ বিচার-বুদ্ধি দিয়ে সত্যি জানার যদি কোন উপায় থাকত, তাহলে মিথ্যাবর্ণনের ক্ষেত্রে প্রতিকারের আর কোন উপায় থাকে না। কিন্তু, প্রতারনার ক্ষেত্রে যদি সাধারণ বিচার-বুদ্ধির দ্বারা যদি প্রকৃত সত্যি জানার উপায় থাকে, তা সত্ত্বেও চুক্তিটি ক্লিষ্ট পক্ষের ইচ্ছানুসারে নিষ্ফলযোগ্য হবে।

১(ঘ).৮ ভুল

চুক্তি অধিনিয়মের ২০, ২১ ও ২২ ধারায় 'ভুল' সম্পর্কীয় আইনগত দিকগুলি আলোচনা করা হয়েছে :

১. অধিনিয়মের ২০ ধারা অনুসারে "চুক্তির উভয় পক্ষ যখন চুক্তির ক্ষেত্রে অপরিহার্য কোন বিষয়বস্তু সম্পর্কে ভুল করেন তখন চুক্তিটি নিষ্ফল হয়।"

২. অধিনিয়মের ২১ ধারায় বলা হয়েছে,—"ভারতীয় আইন সম্বন্ধীয় কোন ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে যদি চুক্তি সম্পাদন করা হয়, তাহলে চুক্তি নিষ্ফল হয় না। কিন্তু বিদেশী আইন সম্বন্ধীয় কোন ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে চুক্তি সম্পাদন করলে তা তথ্য সম্বন্দীয় ভুল বলে গ্রাহ্য করা হবে এবং চুক্তি নিষ্ফল হবে।"

৩. অধিনিয়মের ২২ ধারায় বলা হয়েছে,—"চুক্তির বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোন এক পক্ষের ভুলের বশবর্তী হয়ে চুক্তি সম্পাদন করা হলে চুক্তি নিষ্ফল হবে না।"

'ভুল' কে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় :

১. তথ্য সম্পর্কীয় ভুল, ২. আইন সম্পর্কীয় ভুল, ত. একতরফা ভুল ও ৪. দ্বি-তরফা ভুল।

দ্বি-তরফা ভুল (Bilateral Mistake) :

চুক্তি অধিনিয়মের ২০ ধারা অনুসারে, চুক্তির উভয় পক্ষই যখন চুক্তির ক্ষেত্রে অপরিহার্য কোন বিষয় বস্তু সম্পর্কে ভুল করেন, তখন চুক্তিটি নিষ্ফল হয়।

দ্বি-তরফা ভুলকে আবার দু'টি ভাগে ভাগ করা যায় :

১. চুক্তির বিষয়বস্তু সম্পর্কে দ্বি-তরফা ভুল;

২. চুক্তি সম্পাদনের সম্ভাবনার ক্ষেত্রে দ্বি-তরফা ভুল।

১. **চুক্তির বিষয়-বস্তু সম্পর্কে দ্বি-তরফা ভুল** (Bilateral Mistake as to the subject-matter) :

বিষয়বস্তুর পরিচয় ও প্রকৃতি প্রত্যেকটি চুক্তির ক্ষেত্রেই অপরিহার্য। চুক্তির-বিষয়-বস্তু সম্পর্কে দ্বি-তরফা ভুলের দ্বারা চুক্তি নিষ্ফল হয়। বিষয়বস্তু সম্পর্কে সাধারণত নিম্নলিখিত ভুল গুলি লক্ষ্য করা যায় :

⊙ **বিষয়বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে ভুল** (Mistake as to the existance of the Subject-matter) :

চুক্তির বিষয় বস্তুর অস্তিত্ব আছে মনে করে চুক্তির উভয় পক্ষ অনেক সময় চুক্তিভুক্ত হন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, যখন চুক্তি হয়েছে তখন চুক্তির বিষয় বস্তুর কোন অস্তিত্বই ছিল না। সেক্ষেত্রে চুক্তি নিষ্ফল হয়।

উদাহরণ :

স্যালোনিকা থেকে ইংল্যাণ্ডের অভিমুখে জাহাজে করে গম আনার পথে গম বিক্রির চুক্তি হয়। কিন্তু উভয় পক্ষেরই অজানা ছিল যে, ইতিমধ্যেই গম নষ্ট হয়ে গেছে। তার ফলে মাঝ পথে অন্য একটি বন্দরে সমস্ত গম বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু চুক্তি সম্পাদনের সময় কোন পক্ষেরই এই ঘটনা জানা ছিল না। আদালতে স্থির হয়, চুক্তিটি নিষ্ফল।

[Couturies Vs. Hastie (1856)]

⊙ **বিষয় বস্তুর পরিচয় সম্পর্কে ভুল** (Mistake as to the identity of the subject matter) :

চুক্তির কোন এক পক্ষ ঠিক যে অর্থে চুক্তিভুক্ত হতে চান চুক্তির অন্য পক্ষ যদি ঠিক সেই অর্থে সম্মতি হয়ে চুক্তিভুক্ত না হন, তাহলে চুক্তি নিষ্ফল হয়। চুক্তির সকল পক্ষ যখন একই জিনিস সম্পর্কে একই অর্থে সম্মত হয়ে চুক্তি সম্পাদন করেন, তখনই চুক্তি বৈধ হয়। ভুল থাকলে চুক্তিবদ্ধ পক্ষগণ একই বিষয়ে একই অর্থে একমত হয়েছেন বলা যায় না।

উদাহরণ

বোম্বাই হতে Peerless নামক একটি জাহাজ আসার কথা ছিল। 'ক' ঐ জাহাজ থেকে কিছু সুতো 'খ' এর কাছ থেকে কিনতে সম্মত হন। Peerless নামক দু'খানি জাহাজ বোম্বাই থেকে আসছিল। একটি অক্টোবর মাসে, অন্যটি ডিসেম্বর মাসে। 'ক' প্রথম জাহাজটির কথা ভেবেছিল, অন্যদিকে 'খ' দ্বিতীয় জাহাজটির কথা ভেবেছিল। 'ক' চুক্তিটি অস্বীকার করে। বিচারে ধার্য হয়, পক্ষদ্বয় একই অর্থে একই জিনিসের জন্য একমত হয় নি। সুতরাং, এক্ষেত্রে স্বেচ্ছাকৃত সায় নেই। তাই চুক্তিটি নিষ্ফল।

[Raffles V. Wichelhaus.]

⊙ **বিষয় বস্তুর গুণমান সম্পর্কে ভুল** (Mistake as to Qualitiy of the Subject-Matter) :

চুক্তির উভয় পক্ষ যখন বিষয় বস্তুর গুণমান সম্পর্কে ভুল করেন, তখন চুক্তি নিষ্ফল হয়।

⊙ **বিষয় বস্তুর পরিমাণ সম্পর্কে ভুল** (Mistake as to the Quantity of the Subject Matter) :

যদি চুক্তির উভয়-পক্ষ চুক্তির পরিমাণ সম্পর্কে ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে চুক্তি সম্পাদন করেন, তবে তাহা নিষ্ফল হবে।

২. **সম্পাদনের সম্ভাবনার ক্ষেত্রে দ্বি-তরফা ভুল** (Bilateral Mistakes as to the Possibility of Performance) :

চুক্তির উভয়পক্ষ যখন কোন বিষয়ের সম্পাদনের সম্ভাবনা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে চুক্তি সম্পাদন করেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই বিষয়টি সম্পাদনের কোনরূপ সম্ভাবনা না থাকে, তখন চুক্তিটি নিষ্ফল হয়ে যায়।

দ্বি-তরফা ভুলের পরিমাণ (Effects of Bilateral Mistake) :

চুক্তি অধিনিয়মের ২০ ধারা অনুসারে চুক্তি গঠনের ক্ষেত্রে চুক্তির অত্যাবশ্যকীয় উপাদান সম্পর্কে যদি উভয় পক্ষের ভুল হয়, তাহলে চুক্তিটি প্রথম থেকেই নিষ্ফল হয়। এক্ষেত্রে কোন এক পক্ষের ইচ্ছানুসারে চুক্তিটি বলবৎ করানো যায় না।

এক তরফা ভুল (Unilateral Mistake) :

অধিনিয়মের ২২ ধারা অনুযায়ী, চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে চুক্তির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোন এক পক্ষের ভুলের দ্বারা চুক্তি নিষ্ফল হবে না। সুতরাং কোন এক পক্ষের ভুল চুক্তির বৈধতা ক্ষুন্ন করে না। কিন্তু ঐ ভুল যদি সায়ের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, তবে এক পক্ষের ভুলের দ্বারাও চুক্তি নিষ্ফল হবে। এক তরফা ভুলের দ্বারা গঠিত চুক্তি অপর পক্ষ আইনত মানতে বাধ্য থাকবেন, যদি না সেই ভুল মিথ্যাবর্ণনা বা প্রতারনা দ্বারা করা হয়ে থাকে।

যদি চুক্তির কোন এক পক্ষ নিজের বিচার-বিবেচনা দিয়ে চুক্তির বিষয় বস্তু সম্পর্কে অবগত না হয়ে ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে চুক্তি করেন, তবে তিনি পরবর্তী সময়ে চুক্তিটি পরিহার করতে পারবেন না।

উদাহরণ :

সরকার একটি মাছের ব্যবসায় (Fishery) ইজারা (Lease) দেওয়ার জন্য নিলাম আহ্বান করেন। এক ব্যক্তি সর্বোচ্চ দর (Highest bid) দিয়ে ঐ ব্যবসায়ের ইজারার অধিকার লাভ করেন। ঐ ব্যক্তির ধারণা ছিল যে, এই ইজারাটির সময়সীমা তিন বছর। কিন্তু প্রকৃত সময়-সীমা এক বছর। এক্ষেত্রে, এক তরফা ভুলের জন্য ঐ চুক্তি পরিহার করতে পারবেন না। চুক্তি করার আগে ঐ ব্যক্তির উচিত ছিল চুক্তি সম্পর্কীয় সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করা।

[A. A. Singh Vs. Union of Indian (1970)]

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে, চুক্তির কোন এক পক্ষ কোন মৌলিক (fundamental) ভুলের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সায় দিলে মনে করা হবে সেক্ষেত্রে তাঁর সায় নেই। অর্থাৎ, এর ফলে কোন চুক্তি গঠিত হয় না, যদিও এটি একতরফা ভুল।

১. **ব্যক্তির পরিচয় সম্পর্কে ভুল** (Mistake as to the Identity of the Party) :

যে ব্যক্তির সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করার ইচ্ছা ছিল, ভুলবশত অন্য কোন ব্যক্তির সঙ্গে ঐ চুক্তি গঠিত হলে চুক্তি নিষ্ফল হয়। চুক্তির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তির পরিচয় চুক্তির ক্ষেত্রে অপরিহার্য। সুতরাং, চুক্তির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তির পরিচয় সম্পর্কে ভুল হলে তা নিষ্ফল হয়। যেমন—'ক' 'খ' এর সঙ্গে চুক্তি করতে চেয়েছিল। কিন্তু 'গ' কে 'খ' ভেবে 'ক' চুক্তি করে। এক্ষেত্রে 'ক' কোনভাবেই 'গ' এর সাথে চুক্তি করতে চায় নি, চেয়েছিল 'খ' এর সঙ্গে চুক্তি করতে। সুতরাং, 'ক' এর ব্যক্তি পরিচয় সম্পর্কে এই ভুলের দ্বারা গঠিত চুক্তি নিষ্ফল।

উদাহরণ :

এক মহিলা নিজেকে সম্ভ্রান্ত এক মহাশয়ের স্ত্রী বলে মিথ্যা পরিচয় দিয়ে এক জহুরীর কাছ থেকে দুটি মুক্তোর হার নিয়ে যায়। পরবর্তীকালে ঐ মহিলা এক ব্যক্তিকে কোন কিছু না জানিয়ে ঐ হার দু'টি বিক্রি করে দেয়। বিচারে স্থির হয় মহিলা ও জহুরীর মধ্যে কোন চুক্তি হয় নি। তাই ঐ ব্যক্তি যিনি হার দুটি কিনেছিলেন তিনি অবশ্যই হার দুটি জহুরীকে ফেরত দেবেন। কারণ, জহুরী সম্ভ্রান্ত মহাশয়ের স্ত্রীকে হার দুটি দিতে চেয়েছিলেন, ঐ মিথ্যা পরিচয়ধারী মহিলাকে দিতে চান নি।

[Lake Vs. Simmons (1927)]

২. **লেনদেনের প্রকৃতি সম্পর্কে ভুল** (Mistake as to the Nature of the Transaction)

চুক্তির কোন এক পক্ষের ভুলের জন্য চুক্তির অপর পক্ষ যে অর্থে চুক্তি সম্পাদন করেছিল, লেনদেনের প্রকৃতি যদি তা থেকে পৃথক হয়, তবে চুক্তি নিষ্ফল হবে।

উদাহরণ :

'ক' নামক ব্যক্তি 'খ' নামক ক্ষীণদৃষ্টি সম্পন্ন এক বৃদ্ধকে জামিনের কাগজ বলে বাণিজ্যিক হুণ্ডিতে স্বাক্ষর করিয়ে নেন। পরবর্তীকালে 'ক' ঐ হুণ্ডিটি 'গ' কে হস্তান্তর করেন।

বিচারে ধার্য হয় যে, 'খ' কে লেনদেনের প্রকৃতি সম্পর্কে মিথ্যা বলে সম্মতি নেওয়া হয়েছিল। সুতরাং এটি কোন চুক্তি নয়।

[Foster Vs. Mackinnon (1869)]

এক-তরফা ভুলের পরিমাণ (Effect of Unilateral Mistake) :

চুক্তির কোন এক পক্ষ প্রতারনার দ্বারা অপর পক্ষকে ভুল বুঝিয়ে সম্মতি আদায় করলে সেই চুক্তিকে নিষ্ফল চুক্তিরূপে গণ্য করা হবে। এরূপ চুক্তির দ্বারা তৃতীয় পক্ষ কোন রকম অধিকার লাভ করে না।

১(ঘ).৯ সারাংশ

এই এককটি বিস্তারিতভাবে পাঠ করে আপনারা স্বেচ্ছা প্রদত্ত সায় এবং এর সঙ্গে চুক্তির গভীর সম্পর্কের বিষয় বুঝতে পেরেছেন। এই এককে আমরা যা শিখলাম খুব সংক্ষেপে তা নিম্নে উল্লেখ করা হল—

- সায় (Consent)-এর ধারনা;
- স্বেচ্ছা প্রদত্ত সায়ের ধারণা;
- বল প্রয়োগ, অনুচিত প্রভাব, প্রতারনা, মিথ্যাবর্ণনা ও ভুলের উপস্থিতি বৈধ চুক্তি গঠনে কীভাবে বাধা দান করে;
- স্বেচ্ছা প্রদত্ত সায়ের অনুপস্থিতির পরিণাম;

১(ঘ).১০ অনুশীলনী

(ক) সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন :

(১) সায়ের সংজ্ঞা দিন।

(২) স্বেচ্ছা প্রদত্ত সায়ের সংজ্ঞা দিন।

(৩) কোন্ কোন্ উপাদান বর্তমান থাকলে সায় স্বেচ্ছাপ্রদত্ত হয় না?

(৪) বল প্রয়োগ, অনুচিত প্রভাব, প্রতারনা, মিথ্যাবর্ণনা ও ভুলের একটি করে উদাহরণ দিন।

(৫) বল পূর্বক অবরোধ ও বল প্রয়োগের মধ্যে পার্থক্য লিখুন।

(খ) দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন :

(১) কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে স্বেচ্ছা প্রদত্ত সায়ের অনুপস্থিতিতে চুক্তি গঠনে বাধার সৃষ্টি হয় আলোচনা করুন।

(২) আত্মহত্যার ভীতি প্রদর্শন দ্বারা গঠিত চুক্তি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(৩) বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নীরবতা কে প্রতারনা বলে গণ্য করা হয়। এক্ষেত্রে আপনার মতামত লিখুন।

(৪) মিথ্যাবর্ণনা ও প্রতারনার মধ্যে পার্থক্য লিখুন।

(৫) ভুল কত রকমের? উদাহরণ সহ আলোচনা করুন।

১(ঘ).১১ গ্রন্থপঞ্জী

(১) বাণিজ্যিক ও শিল্প আইন—অরুণকুমার সেন, জিতেন্দ্রকুমার মিত্র—দি ওয়ার্ল্ড প্রেস প্রাইভেট লিঃ - কলকাতা-2001.

(২) Business Law–R. S. N. Pillai, Bagavathi– S. Chand & Company Ltd.– New Delhi-1999.

(৩) Elements of Mercantile Law – N. D. Kapoor – Sultan Chand & Sons – New Delhi.

একক ২ ক ❑ বৈধ চুক্তি, নিষ্ফল চুক্তি, নিষ্ফল সম্মতি, নিষ্ফলযোগ্য সম্মতি, উপচুক্তি, ঘটনাপেক্ষ চুক্তি

গঠন

২(ক).১ উদ্দেশ্য

২(ক).২ প্রস্তাবনা

২(ক).৩ বৈধ চুক্তি, নিষ্ফল চুক্তি, নিষ্ফল সম্মতি, নিষ্ফলযোগ্য সম্মতি

২(ক).৩.১ বৈধ চুক্তি

২(ক).৩.২ নিষ্ফল চুক্তি

২(ক).৩.৩ নিষ্ফল সম্মতি

২(ক).৩.৪ নিষ্ফলযোগ্য সম্মতি

২(ক).৪ নিষ্ফল চুক্তি ও নিষ্ফল সম্মতির পার্থক্য

২(ক).৫ উপচুক্তি

২(ক).৫.১ অক্ষম ব্যক্তিকে জীবনধারনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সরবারহ

২(ক).৫.২ ঋণ পরিশোধকারীর প্রাপ্য শোধ

২(ক).৫.৩ একতরফা উপকারের টাকা দেওয়া

২(ক).৫.৪ প্রাপ্তবস্তুর দখলকার

২(ক).৫.৫ ভুল বা বল প্রয়োগ দ্বারা প্রদত্ত অর্থ

২(ক).৬ ঘটনাপেক্ষ চুক্তি

২(ক).৬. সংজ্ঞা

২(ক).৬. বৈশিষ্ট্য

২(ক).৬. ঘটনাপেক্ষ চুক্তির নিয়মাবলী

২(ক).৭ সারাংশ

২(ক).৮ অনুশীলনী

২(ক).৯ গ্রন্থপঞ্জী

২(ক).১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানতে পারবেন—

- বৈধ চুক্তি এবং বৈধ চুক্তি কীভাবে নিষ্ফল চুক্তিতে পরিণত হয়;
- নিষ্ফল সম্মতি ও নিষ্ফলযোগ্য সম্মতির ধারণা;
- নিষ্ফল সম্মতি ও নিষ্ফল চুক্তির মধ্যে পার্থক্য;
- কোন কোন ক্ষেত্রে সম্মতি প্রথম থেকেই নিষ্ফল;

- বাজী ধরার সম্মতি কীভাবে গ্রহণ করা হয়;
- কোন কোন ক্ষেত্রে চুক্তির মতো কোন সম্পর্ক না থাকলেও কীভাবে চুক্তির উদ্ভব হয়;
- ঘটনাপেক্ষ চুক্তির ধারণা;
- ঘটনাপেক্ষ চুক্তি কীভাবে আনুষঙ্গিক ঘটনার ওপর নির্ভর করে;
- ঘটনাপেক্ষ চুক্তির নিয়মাবলী।

২(ক).২ প্রস্তাবনা

চুক্তির মূল চারিত্রিক উপাদান হল এর বৈধতা। অর্থাৎ চুক্তি যদি কোন ভাবেই আইনের চোখে গ্রহণযোগ্য না হয়, তাহলে চুক্তির মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়। সুতরাং আইনের চোখে ও সমাজের চুক্তির গ্রহণ যোগ্যতা বিষয়ে আমাদের সকলেরই খুব স্বচ্ছ ধারণা থাকা দরকার। পূর্ববর্তী এককগুলিতে আমরা জেনেছি চুক্তি কী, এর উপাদান, গঠন, প্রকারভেদ ইত্যাদি। এখন এই এককের মাধ্যমে আমরা জানতে পারবো একটি চুক্তি কখন, কীভাবে বৈধ হয়। কীভাবে একটি চুক্তি তার বৈধতা হারিয়ে নিষ্ফল চুক্তিতে পরিণত হয়। নিষ্ফল চুক্তি আবার আইন দ্বারা বলবৎ-যোগ্য নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে চুক্তি না থাকলেও চুক্তির মতো দায় সৃষ্টি হয়। এগুলিকে উপচুক্তি বলে। আবার কখনো কখনো ভবিষ্যত এবং অনিশ্চিত কোন ঘটনা সম্পাদনের ওপর চুক্তি সম্পাদিত হয়। ভবিষ্যতে ঐ অনিশ্চিত ঘটনা ঘটলেই চুক্তি বলবৎযোগ্য হয়। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে ক্লিষ্ট পক্ষের ইচ্ছানুসারে চুক্তির বৈধতা নির্ভর করে। একে নিষ্ফলযোগ্য সম্মতি বলে। এই একক ভালো পাঠ করলে আমরা চুক্তি কখন, কীভাবে তার বৈধতা হারায়, চুক্তি না থাকলেও কী ভাবে চুক্তির মত দায় জন্মায় ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে পারব।

২(ক).৩ বৈধ চুক্তি, নিষ্ফল চুক্তি, নিষ্ফল সম্মতি, নিষ্ফলযোগ্য সম্মতি

২(ক).৩.১ বৈধ চুক্তি (Valid Contract)

যে চুক্তির মধ্যে বৈধ চুক্তির সবকটি অপরিহার্য উপাদান আছে তাহাই আইন দ্বারা বলবৎ করা যায়। আইন দ্বারা বলবৎযোগ্য এরূপ চুক্তিকে বৈধ চুক্তি বলে।

২(ক).৩.২ বৈধ চুক্তি (Void Contract)

যে চুক্তি গঠনের সময় বৈধ চিল কিন্তু, চুক্তি গঠনের পরবর্তীকালে বিশেষ কোনো কারণে আইন দ্বারা আর বলবৎযোগ্য থাকে না, তাকে নিষ্ফল চুক্তি বলে।

২(ক).৩.৩ বৈধ চুক্তি (Void Agreement)

যে সম্মতি আইন দ্বারা প্রবর্তনীয় নয়, তাকে নিষ্ফল সম্মতি বলা হয়।—[২(জি) ধারা]। নিষ্ফল সম্মতি প্রথম থেকেই নিষ্ফল (Void ab-initio)। নিষ্ফল সম্মতির দ্বারা আইনগত কোন সম্পর্ক তৈরি হয় না। সুতরাং, নিষ্ফল সম্মতির দ্বারা কোন আইনগত অধিকার বা দায় সৃষ্টি হয় না। ভারতীয় চুক্তি আইনের

১০ নং ধারায় যে সমস্ত শর্ত দেওয়া আছে, সেগুলি মেনে যে সম্মতি গঠিত হয়, সেগুলিই কেবল মাত্র আইন দ্বারা প্রবর্তন করা যায়। চুক্তি আইনে নির্দিষ্ট কিছু কিছু সম্মতিকে নিষ্ফল বলে উল্লেখ করা আছে।

২(ক).৩.৪ নিষ্ফলযোগ্য সম্মতি (Voidable Agreement)

চুক্তির কোন এক পক্ষের সম্মতি পরিহার করার সুবিধা থাকলে এবং তাঁর ইচ্ছানুসারে যদি সম্মতিটি প্রবর্তনীয় হয়, তবে তা হবে নিষ্ফলযোগ্য সম্মতি।

বলপ্রয়োগ, অন্যায় প্রভাব, বিকৃত বর্ণনা প্রভৃতির দ্বারা প্রভাবিত করে কোন ব্যক্তির কাছ থেকে সম্মতি আদায় করা হলে ক্লিষ্ট পক্ষের ইচ্ছানুসারে সম্মতিটি প্রবর্তনীয় হবে।

যেমন—'ক' বল প্রয়োগ করে 'খ' কে তাঁর বাড়ি বিক্রয় করার জন্য চুক্তি করল। এক্ষেত্রে 'খ' এর ইচ্ছানুসারে চুক্তিটি প্রবর্তনীয় হবে। সুতরাং এটি নিষ্ফলযোগ্য সম্মতি।

২(ক).৪ নিষ্ফল সম্মতি ও নিষ্ফল চুক্তির পার্থক্য

নিম্নে নিষ্ফল সম্মতি ও নিষ্ফল চুক্তির পার্থক্য আলোচনা করা হল :

পার্থক্যের বিষয়—	নিষ্ফল সম্মতি	নিষ্ফল চুক্তি
সংজ্ঞা—	১) যে সম্মতি আইন দ্বারা প্রবর্তনীয় নয় এবং যার দ্বারা আইনগত কোন সম্পর্ক তৈরি হয় না, তাকে নিষ্ফল সম্মতি বলে।	১) যে চুক্তি গঠনের সময় বৈধ থাকে, কিন্তু পরবর্তীকালে এক বা একাধিক কারণে চুক্তিটি অপ্রবর্তনীয় হয়ে পড়লে তাকে নিষ্ফল চুক্তি বলে।
বৈশিষ্ট্য—	২) সম্মতিটি প্রথম থেকেই নিষ্ফল (Void ab-initio)।	২) কোন চুকি যা কোন এক সময় প্রবর্তনীয় ছিল পরবর্তীকালে আইনের পরিবর্তন বা অন্য কোন কারণে আর প্রবর্তনযোগ্য থাকে না, তাকে নিষ্ফল চুক্তি বলে।
বৈধতা	৩) নিষ্ফল সম্মতি কখনো কোনভাবেই বৈধ নয়।	৩) চুক্তি যতক্ষণ না অপ্রবর্তনীয় হচ্ছে (নিষ্ফল) ততক্ষণ তা বৈধ থাকে।

নিষ্ফল সম্মতি (Void Agreements)

কোন কোন সম্মতি প্রতিদানের অভাব, চুক্তি করার অযোগ্যতার কারণে, বা ভুলের জন্য নিষ্ফল হয়ে থাকে। এই ধরনের সম্মতির একটি তালিকা নীচে দেওয়া হল :

১. চুক্তি সম্পাদনের অযোগ্য ব্যক্তি দ্বারা গঠিত সম্মতি (১১ ধারা)।
২. চুক্তি গঠনের ক্ষেত্রে বিষয়-বস্তু সম্পর্কে উভয় পক্ষের ভুল (২০ ধারা)।
৩. অবৈধ প্রতিদান দ্বারা গঠিত সম্মতি (২৩ ধারা)।
৪. সম্মতির বিষয়বস্তু যদি আংশিক অবৈধ হয় (২৪ ধারা)।
৫. প্রতিদান ছাড়া সম্মতি (২৫ ধারা)।

চুক্তির আবশ্যকি উপাদান হিসাবে বলা আছে যে, কোন চুক্তি যেন সরাসরি বাতিল বলে ঘোষিত না হয়। সরাসরি বাতিল বলে ঘোষিত সম্মতি বৈধ চুক্তির উপাদান হতে পারে না। এখন মনে প্রশ্ন জাগতে পারে কোন্ সম্মতিগুলি সরাসরি বাতিল বলে ঘোষিত। ভারতীয় চুক্তি আইন অনুসারে সরাসরি বাতিল বলে ঘোষিত সম্মতিগুলি নীচে বলা হল।

৬. বিবাহ প্রতিবন্ধক সৃষ্টিকারী সম্মতি (২৬ ধারা)।

৭. বাণিজ্য-প্রতিবন্ধক সৃষ্টিকারী সম্মতি (২৭ ধারা)।

৮. মামলায় প্রতিবন্ধক সৃষ্টিকারী সম্মতি (২৮ ধারা)।

৯. অনিশ্চিত সম্মতি (২৯ ধারা)।

১০. বাজি ধরার সম্মতি (৩০ ধারা)।

১১. অসম্ভব ঘটনা সম্পাদনের সম্মতি (৫৬ ধারা)।

উপরে বর্ণিত (১-৮) নং সম্মতিগুলি পূর্ববর্তী কয়েকটি এককে আলোচনা করা হয়েছে। এই এককে অন্যান্য সম্মতিগুলি আলোচনা করা হল।

৯. **অনিশ্চিত সম্মতি** (Uncertain Agreements)—"যে সম্মতির অর্থ সুস্পষ্ট নয়, অথবা, যে সম্মতি সম্পাদনের কোন নিশ্চয়তা নেই, তা অনিশ্চিত সম্মতি।"—২৯ ধারা। বৈধ সম্মতির ক্ষেতে আইন সম্মতির উভয়পক্ষের অধিকারের প্রকৃতি ও পরিধি এবং দায়-দায়িত্ব নিশ্চিত করে।

উদাহরণ :

⊙ 'ক' তার বন্ধু 'খ' কে দশ কেজি চাল বিক্রি করতে সম্মত হয়। এক্ষেত্রে 'ক' কী ধরনের চাল বিক্রি করতে চায় তার কথা সম্মতিতে উল্লেখ ছিল না। স্বাভাবিখভাবেই সম্মতিটির বিষয়বস্তু অনিশ্চিত। তাই, এটি একটি অনিশ্চিত সম্মতি।

⊙ একজন বিক্রেতা একটি নির্দিষ্ট বস্তু খুব সামান্য দামে ক্রেতাকে বিক্রি করতে সম্মত হয়। এক্ষেত্রে দ্রব্যের দাম নির্দিষ্ট নয়। দাম সম্পর্কে অনিশ্চয়তার জন্য সম্মতিটি অনিশ্চিত সম্মতি রূপে গণ্য হবে।

১০. **বাজি ধরার সম্মতি** (Agreements by way of Wager)—"বাজি ধরার সম্মতি বাতিল সম্মতি এবং বাজির অর্থ পাবার জন্য মামলা করা যায় না।"—৩০ ধারা।

বাজি ধরার সম্মতি অনিশ্চিত ঘটনা সম্পাদনের উপর নির্ভর করে। যেমন-ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ভবিষ্যতে সম্পাদিত কোন ক্রিকেট ম্যাচের ফলাফল নিয়ে বাজি ধরার সম্মতি বাতিল সম্মতি। কারণ, ঐ ম্যাচের ফলাফল সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। যে কোন দেশ এই খেলায় জিততে পারে। তাই খেলার ফলাফল সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। এই অনিশ্চিত ঘটনার উপর বাজি ধরলে সেটি বাতিল সম্মতি হিসাবে গণ্য হবে।

১১. **অসম্ভব ঘটনা সম্পাদনের সম্মতি** (Agreements for Impossible Events) — "কোন অসম্ভব ঘটনা সম্পাদনের উপর কোন কিছু করা বা কোন কিচু না করার সম্মতি নিষ্ফল সম্মতি।"—৫৬ ধারা।

উদাহরণ :

⊙ 'ক' যদি লাফিয়ে চাঁদ স্পর্শ করতে পারে 'খ' তাকে 5000 টাকা দিতে সম্মত হয়। লাফিয়ে চাঁদ স্পর্শ করা অসম্ভব ঘটনা। সুতরাং এই সম্মতি নিষ্ফল সম্মতি।

⊙ 'ক' যদি নদীর জলের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে পারে 'খ' তাকে 2000 টাকা দিতে সম্মত হয়। কোন মানুষের পক্ষেই জলের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া সম্ভব নয়, এটি একটি অসম্ভব ব্যাপার। সুতরাং নিষ্ফল সম্মতি।

২(ক).৫ উপ-চুক্তি

অনেক সময়ে দেখা যায় যে, পক্ষগণের মধ্যে সাধারণ রীতি অনুসারে, কোন চুক্ত সম্পাদিত হয় নি; যেমন, প্রস্তাব উত্থান বা প্রস্তাব দেওয়া, প্রস্তাব গ্রহণ, সায়দান বা প্রতিশ্রুতি না থাকা সত্ত্বেও দুই পক্ষের আচরণ দ্বারা চুক্তির মতোই দায় সৃষ্টি হয়। এইরকম ক্ষেত্রে চুক্তি সম্পাদিত হলে পক্ষদের মধ্যে যে সম্পর্ক স্থাপন হতো, সেই শর্তই আরোপ করা হবে। এইরূপ চুক্তিকে উপচুক্তি (Quasi Contract) বলে। ভারতীয় চুক্তি আইনের ৬৮-৭২ ধারা অনুসারে নিম্নলিখিত চুক্তিকে উপচুক্তি বলা হয়।

২(ক).৫.১ অক্ষম ব্যক্তিকে জীবনধারনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ

চুক্তিতে অংশগ্রহণ করতে অক্ষম এমন কোন ব্যক্তি অথবা আইনত যাকে তিনি প্রতিপালন করতে বাধ্য থাকেন, তাকে যদি অন্য কোন ব্যক্তি জীবনধারণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য সরবরাহ করেন, তা হলে যে ব্যক্তি ঐ দ্রব্য সরবরাহ করলেন, তিনি ঐ চুক্তি সম্পাদনে অক্ষম ব্যক্তির সম্পত্তি হতে তাঁর পাওনা পাবেন। —৬৮ ধারা।

উদাহরণ : 'A' 'B' নামক একজন উন্মাদ ব্যক্তিকে তার মান অনুসারে জীবন ধারনের জন্য আবশ্যকীয় পণ্য সরবরাহ করে। এক্ষেত্রে 'B' এর সম্মতি থেকে 'A' এই দ্রব্যের মূল্য পাওয়ার অধিকারী হবেন।

২(ক).৫.২ ঋণপরিশোধকারীর প্রাপ্য শোধ

এক ব্যক্তি যে টাকা প্রদান করতে আইনত বাধ্য, তিনি টাকা প্রদান না করলে যে ব্যক্তির স্বার্থ ঐ কারণে ক্ষুণ্ণ হতে পারে, তিনি ঐ টাকা প্রদান করলে প্রথম ব্যক্তির থেকে ঐ টাকা পাওয়ার অধিকারী।—৬৯ ধারা।

উদাহরণ : 'A' এর দেয় বকেয়া রাজস্ব মেটানোর জন্য ভুলবশত 'B' এর পন্য ক্রোক্ করা হয়েছিল। পন্য বাঁচানোর জন্য 'B' রাজস্ব মিটিয়ে দেয়। 'A' 'B' এর থেকে টাকা পাওয়ার অধিকারী। [Tulsa Kunwar Vs. Jageshor Prasad]

২(ক).৫.৩ একতরফা উপকারের টাকা দেওয়া

যদি এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির জন্য কিছু কাজ করেন অথবা বিনামূল্যে না করার

উদ্দেশ্য নিয়ে কোন কোন দ্রব্য সরবরাহ করে এবং অপর ব্যক্তি যদি তার সুবিধাভোগ করেন, তাহলে সুবিধাভোগ করার জন্য প্রথম ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন অথবা পন্য ফেরত দিতে বাধ্য থাকবেন। —৭০ ধারা।

উদাহরণ : 'A' একজন ব্যবসায়ী, ভুলক্রমে 'B' এর গৃহে কিছু দ্রব্য রেখে যায় এবং 'B' তা ব্যবহার করে। 'B' ঐ দ্রব্যের মূল্য প্রদান করতে বাধ্য থাকবে।

২(ক).৫.৪ প্রাপ্তবস্তুর দখলকার

যদি কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির দ্রব্য পেয়ে নিজের হেপাজতে রেখে দেন, তাহলে তিনি গচ্ছিত গ্রহীতার (Bailee) সকল দায় পালনে বাধ্য থাকবেন। —৭১ ধারা।

২(ক).৫.৫ ভুল বা বল প্রয়োগদ্বারা প্রদত্ত অর্থ

ভুলবশত বা বল প্রয়োগদ্বারা কোন ব্যক্তিকে টাকা বা কোন বস্তু প্রদান করা হলে যে ব্যক্তি অর্থ বা বস্তু পেয়েছেন, তিনি সেই টাকা বা বস্তু দিতে বাধ্য থাকবেন। —৭২ ধারা।

উদাহরণ : 'A' এবং 'B' একসঙ্গে 'C' এর হাতে 100 টাকা ধার করে। 'A' একাই ঐ 100 টাকা 'C' কে প্রদান করে। পরে 'B' না জেনে 'C' কে আবার 100 টাকা প্রদান করে। 'C' 'B' কে ঐ টাকা ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে।

২(ক).৬ ঘটনাপেক্ষ চুক্তি

২(ক).৬.১ সংজ্ঞা

ঘটনাপেক্ষ চুক্তি বলতে এমন চুক্তিকে বোঝায় যেখানে কোন আনুষঙ্গিক ঘটনা সংঘটিত হলে বা না হলে, কোন কাজ সম্পাদন করা বা না করা বোঝায় তাকে ঘটনাপেক্ষ চুক্তি বলে। —৩১ ধারা।

উদাহরণ : 'রাম' এবং 'শ্যাম' এর মধ্যে চুক্তি হলো 'শ্যাম' এর বাড়ি পুড়ে গেলে 'রাম' তাকে 10,000 দেবে। ইহা ঘটনাপেক্ষ চুক্তির উদাহরণ।

আনুষঙ্গিক ঘটনা : আনুষঙ্গিক ঘটনা বলতে চুক্তির দ্বারা প্রতিশ্রুত কোন কাজ বা প্রতিদান ছাড়া অন্য ঘটনাকে বোঝায়। নিম্নে বর্ণিত চুক্তিটি ঘটনাপেক্ষ চুক্তি নয়।

উদাহরণ : 'ক' যদি 'খ' কে বিবাহ করে তবে 'গ' তাকে 5,000 টাকা দেওয়ার অঙ্গীকার করে।

এখানে 'খ' কে বিবাহ করার পরে অঙ্গীকার প্রযুক্ত হয়। কিন্তু ওপরে বর্ণিত উদাহরণে শ্যামের বাড়ি পুড়ে গেলে 'রাম' তাকে 10,000 টাকা প্রদান করবে, সুতরাং এটা ঘটনাপেক্ষ চুক্তি। কারণ 'শ্যাম' এর বাড়ি পুড়ে যাওয়া আনুষঙ্গিক ঘটনা।

২(ক).৬.২ ঘটনাপেক্ষ চুক্তির বৈশিষ্ট্য

ঘটনাপেক্ষ চুক্তির বৈশিষ্ট্য দু'টি নিম্নে উল্লেখ করা হল—

(১) চুক্তির সম্পাদনা কোন ঘটনা সংঘটিত হওয়া বা না হওয়ার ওপর নির্ভর করে। এবং

(২) ঘটনাপেক্ষ চুক্তি যে ঘটনার উপর নির্ভর করে তা অনিশ্চিত। ঘটনা ঘটা যদি অবশ্যম্ভাবী হয় তাহলে চুক্তি সম্পাদিত হবেই। সুতরাং ইহা ঘটনাপেক্ষ চুক্তি নয়।

২(ক).৬.৩ ঘটনাপেক্ষ চুক্তির নিয়মাবলী

ঘটনাপেক্ষ চুক্তির নিয়মাবলীগুলি নিম্নরূপ—

(১) অনিশ্চিত ভবিষ্যত ঘটনা হওয়া— কোন অনিশ্চিত ভবিষ্যত ঘটনার উপরে চুক্তি নির্ভর করে। যতদিন পর্যন্ত ঐ ঘটনা সংঘটিত না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত সেই চুক্তি আইন দ্বারা বলবৎ করা যায় না। কিন্তু ঘটনা যদি অসম্ভব হয় তা হলে চুক্তিটি নিষ্ফল হবে। —৩২ ধারা।

উদাহরণ : যদি 'A' এর জীবনদশায় 'B' এর মৃত্যু ঘটে তবে 'A' 'C' এর ঘোড়টি ক্রয় করবে। এই মর্মে চুক্তি সম্পাদিত হয়। 'A' এর জীবনদশায় 'B' এর মৃত্যু না হলে এই চুক্তি বলবৎ করা যায় না।

(২) **অনিশ্চিত ভবিষ্যত ঘটনা না হওয়া**—কোন ঘটনা ভবিষ্যতে সংঘটিতে হবে না এই মর্মে, চুক্তি বদ্ধ হলে যখন ঐ ঘটনা অসম্ভবে পরিণত হয় তখনই চুক্তিটি প্রবর্তনীয় হবে, তার পূর্বে নয়। —৩৩ ধারা।

উদাহরণ : কোন নির্দিষ্ট একটি জাহাজ যদি সমুদ্র থেকে প্রত্যাবর্তন না করে তবে 'A' নামক ব্যক্তি 'B' নামক ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট অর্থ প্রদানে সম্মত হয়। জাহাজ সমুদ্রে ডুবে যায়। সুতরাং জাহাজের প্রত্যাবর্তনের কোন সম্ভাবনা নেই। তাই চুক্তিটি প্রবর্তনীয়।

(৩) **নির্দিষ্ট সময়ের ফল**— কোন ব্যক্তি ভবিষ্যতে কী কাজ করবে তার ওপর যদি চুক্তি নির্ভর করে তাহলে যদি ঐ ব্যক্তি এমন কোন কাজ করে যার ফলে একটি নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই ঐ কাজ অসম্ভবে পরিণত হয়, বা অন্য কোন ঘটনার সাপেক্ষে হয় তাহলে পূর্বের কাজ অসম্ভব বলে গণ্য হবে। —৩৪ ধারা।

উদাহরণ : 'B' যদি 'C' কে বিবাহ করে 'A' তবে 'B' কে কিছু অর্থ দিতে সম্মত হয়। 'B' 'D' কে বিবাহ করে। ফলত 'B' এবং 'C' এর বিবাহ অসম্ভব হয়ে পড়ে। এমন হতে পারে 'D' এর মৃত্যু হলে 'B' 'C' কে বিবাহ করতে পারে।

(৪) **নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সংগঠন**— যে চুক্তির কোন অনিশ্চিত ঘটনা নির্দিষ্ট কালের মধ্যে সংগঠন সাপেক্ষ তা নিষ্ফল হবে। যদি ঐ ঘটনা নির্দিষ্ট কাল শেষে সংগঠিত না হয় বা তার পূর্বে অসম্ভবে পরিণত হয়।

(৫) **অসম্ভাব্যতা**— কোন অসম্ভব কাজ করা বা না করার জন্য যখন চুক্তি সম্পাদিত হয়, তাহলে চুক্তির সময়ে উভয় পক্ষ এর অসম্ভব্যতা সম্পর্কে অবহিত থাকুক বা না থাকুক চুক্তি নিষ্ফল হবে।

উদাহরণ : 'B' যদি 'C' এর কন্যা 'D' কে বিবাহ করে তবে 'C' 'B' কে 1,000 টাকা নগদ পুরস্কার দিবে। এই চুক্তির সময়ে 'C' জীবিত ছিল না। তাই এই চুক্তি নিষ্ফল হবে।

২(ক).৭ সারাংশ

এই এককটি মনযোগ সহকারে পাঠ করে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানতে পারলাম

- যে চুক্তির মধ্যে বৈধ চুক্তির সবক'টি অপরিহার্য উপাদান বর্তমান তাকে বৈধ চুক্তি বলে।
- বৈধ চুক্তি গঠনের পর অপরিহার্য উপাদানগুলির কোন একটি পরিবর্তন হয়ে গেলে চুক্তির বৈধতা নষ্ট হয়ে যায়। তখন ইহা নিষ্ফল চুক্তিতে পরিণত হয়।
- যে সম্মতি প্রথম থেকেই নিষ্ফল তা নিষ্ফল সম্মতি।
- কোন এক পক্ষের ইচ্ছানুসারে যদি সম্মতিটি প্রবর্তনীয় হয় তাহা নিষ্ফলযোগ্য সম্মতি।
- কোন কোন ক্ষেত্রে চুক্তি না থাকলেও উপচুক্তির দ্বারা চুক্তির মত সম্পর্ক তৈরি হয়।
- আনুষঙ্গিক ঘটনা সম্পাদনের ওপর ভিত্তি করে ঘটনাপেক্ষ চুক্তি গঠিত হয়।

২(ক).৮ অনুশীলনী

(ক) সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন :

(১) বৈধ চুক্তি ও নিষ্ফল চুক্তির সংজ্ঞা দিন।

(২) নিষ্ফল সম্মতি ও নিষ্ফলযোগ্য সম্মতির সংজ্ঞা দিন।

(৩) বাজি ধরার সম্মতি কী ধরনের সম্মতি?

(৪) উপচুক্তি বলতে কী বোঝেন? ইহার একটি উদাহরণ দিন।

(৫) ঘটনাপেক্ষ চুক্তির উদাহরণ দিন।

(৬) ঘটনাপেক্ষ চুক্তির একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

(খ) দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন :

(১) নিষ্ফল সম্মতি ও নিষ্ফল চুক্তির সংজ্ঞা দিন। ইহাদের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করুন।

(২) নিষ্ফল সম্মতিগুলি সংক্ষেপে লিখুন।

(৩) কোন কোন ক্ষেত্রে আইনানুসারে উপচুক্তির সৃষ্টি হয় তা বর্ণনা করুন।

(৪) ঘটনাপেক্ষ চুক্তি কী? ইহার নিয়মাবলীগুলি লিখুন।

২(ক).৯ গ্রন্থপঞ্জী

(১) বাণিজ্যিক ও শিল্প আইন—অরুণকুমার সেন, জিতেন্দ্রকুমার মিত্র—দি ওয়ার্ল্ড প্রেস প্রাইভেট লিঃ - কলকাতা-2001.

(২) Business Law–R. S. N. Pillai, Bagavathi– S. Chand & Company Ltd.– New Delhi-1999.

(৩) Elements of Mercantile Law – N. D. Kapoor – Sultan Chand & Sons – New Delhi.

একক ২ (খ) ❑ চুক্তি পালন, চুক্তি ভঙ্গ ও চুক্তির পরিসমাপ্তি

গঠন

২(খ).১ উদ্দেশ্য

২(খ).২ প্রস্তাবনা

২(খ).৩ চুক্তি পালনের সংজ্ঞা

২(খ).৩.১ চুক্তি পালনের প্রস্তাব

২(খ).৩.২ বৈধ দাখিলের শর্ত সমূহ

২(খ).৩.৩ কে চুক্তি পালন করবেন?

২(খ).৪ পরস্পর প্রতিশ্রুতি

২(খ).৪.১ পরস্পর প্রতিশ্রুতি পালনের নিয়মাবলী

২(খ).৫ প্রতিশ্রুতি পালনের স্থান ও সময়

২(খ).৫.১ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিশ্রুতি পালন;

২(খ).৫.২ কোন কোন চুক্তি পালন করার প্রয়োজন নেই;

২(খ).৬ চুক্তি ভঙ্গ

২(খ).৬.১ চুক্তিভঙ্গের প্রতিকার

২(খ).৭ চুক্তির পরিসমাপ্তি

২(খ).৭.১ উত্তরকালীন অসম্ভাব্যতার নীতি

২(খ).৭.২ উত্তরকালীন অসম্ভাব্যতার পরিণাম

২(খ).৮ সারাংশ

২(খ).৯ অনুশীলনী

২(খ).১০ গ্রন্থপঞ্জী

২(খ).১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আমরা চুক্তি আইনরে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে বিশেষ জ্ঞান লাভ করব—

- চুক্তি পালন বলতে কী বোঝায়;
- কে বা কারা চুক্তি সম্পাদন করতে পারেন;
- পরস্পর প্রতিশ্রুতির ধারনা ও তা পালনের নিয়মাবলী;
- প্রতিশ্রুতি পালনে স্থান ও সময়ের ভূমিকা;
- কোন কোন ক্ষেত্রে চুক্তি পালনের প্রয়োজন হয় না;
- চুক্তিভঙ্গ কী, ইহার প্রকারভেদ, ইহার প্রতিকার;

- চুক্তিভঙ্গের খেসারত;
- চুক্তির পরিসমাপ্তি কীভাবে হয়;

২(খ).২ প্রস্তাবনা

চুক্তির ক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে নির্দিষ্ট কোন বিষয়ে চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী চুক্তিভুক্ত পক্ষেরা যখন তাদের প্রতিশ্রুতি পালন করেন, তখন বলা হয় চুক্তি পালন করা হয়েছে। চুক্তি পালনের সময় অবশ্যই চুক্তি পালনের প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী মানতে হবে। অন্যথায় বলা হবে চুক্তি পালন অবৈধ। চুক্তির কোন এক পক্ষ চুক্তি পালনে অসমর্থ হলে বা চুক্তি পালনে ব্যর্থ হলে বলা হয় চুক্তিভঙ্গ হল। চুক্তিভঙ্গের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি তার ক্ষতির আর্থিক মূল্য খেসারত হিসাবে পাওয়ার অধিকারী। আদালত নির্দিষ্ট উপায়ে এই খেসারতের পরিমান নির্ধারণ করেন। চুক্তির অন্তর্গত পক্ষসমূহের মধ্যে যখন আইনগত সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়, তখন বলা হয় চুক্তির পরিসমাপ্তি হল। বিভিন্ন উপায়ে চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটে, যেমন—চুক্তি পালন, চুক্তির সকল পক্ষের সম্মতি দ্বারা, চুক্তির নবীকরণ দ্বারা, ...ইত্যাদি। এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখ্য উত্তরকালীন অসম্ভাব্যতা। ভবিষ্যতে কোন কাররে চুক্তি পালন অসম্ভব হয়ে পড়লে উহাকে উত্তরাকালীন অসম্ভাব্যতা বলে। এই এককটি পাঠ করলে এইসব ব্যাপারে আরো গভীর ধারণা লাভ করতে পারব।

২(খ).৩ সংজ্ঞা

চুক্তির দ্বারা আইনগত দায় সৃস্টি হয়। চুক্তিভুক্ত পক্ষেরা উল্লিখিত সময় ও পদ্ধতি মেনে যখন নিজ নিজ দায় পালন করেন তখন বলা হয় চুক্তি পালন হল। চুক্তি অধিনিয়মের ৩৭ ধারায় (১ অনুচ্ছেদে) বলা হয়েছে, "যে সকল ক্ষেত্রে এই অধিনিয়ম বা অন্য কোন আইনের বিধান অনুসারে প্রতিশ্রুতি পালনের দায় হতে মুক্তি দেওয়া হয়েছে, সে সকল ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য সকল ক্ষেত্রে চুক্তির সংশ্লিষ্ট পক্ষ সমূহ নিজ নিজ প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পালন করবেন অথবা পালন করার প্রস্তাব করবেন।"

২(খ).৩.১চুক্তি পালনের প্রস্তাব

চুক্তির ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিদাতা অনেক সময় সঠিক সময় ও সঠিক স্থানে চুক্তি পালনের প্রস্তাব দিয়ে থাকেন। চুক্তি পালনের এই ধরনের প্রস্তাবকে দাখিল (tender) বলা হয়। যে ক্ষেত্রে এই রকম প্রস্তাব দেওয়া সত্ত্বেও প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়নি, সেক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিদাতাকে চুক্তিভঙ্গের অভিযোগে অভিযুক্ত করা যায় না। এমনকি চুক্তির ক্ষেত্রে তাঁর যা অধিকার ছিল তা পূর্বের ন্যায় বর্তমান থাকে। বরঞ্চ প্রতিশ্রুতিদাতা প্রতিশ্রুতি গ্রহীতার বিরুদ্ধে চুক্তিভঙ্গের অভিযোগ আনতে পারেন। চুক্তি পালনের প্রস্তাব আসলে চুক্তির-ই প্রয়াস। —৩৮ ধারা।

২(খ).৩.২বৈধ দাখিলের শর্তসমূহ

নিম্নলিখিত শর্তসমূহ পালিত হলে বলা হয় দাখিল বিধিসম্মত হয়েছে :

(১) চুক্তি পালনের প্রস্তাব শর্তহীন হবে। চুক্তি পালনের প্রস্তাব বা দাখিলের সঙ্গে কোন শর্ত আরোপ করা হলে দাখিল বিধিসম্মত হবে না।

উদাহরণ :

একটি বাসের আরোহী 50 পয়সা ভাড়ার জন্য একখানি এক টাকার নোট দাখিল করেন। একে বিধিসম্মত দাখিল বলে গণ্য করা হবে না। কারণ এর ফলে নোট গ্রহীতার উপর টাকার বাকি পয়সা ফেরত দেবার শর্ত আরোপ করা হয়েছে।

[Bireswar V. The Emperor]

(২) চুক্তি পালনের প্রস্তাব যথাসময়ে ও যথাস্থানে করতে হবে। যথাসময়ে ও যথাস্থান বলতে কী বোঝাবে তা চুক্তির সংশ্লিষ্ট পক্ষ সমূহের অভিপ্রায় এবং চুক্তি আইনের ৪৬-৫০ ধারা সমূহ দ্বারা নির্ধারিত হবে। নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বে বা চুক্তির উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে যে স্থান স্থির হয়েছে, তাছাড়া অন্যকোন স্থানে চুক্তি পালনের প্রস্তাব করলে তা বিধিসম্মত হয় না।

(৩) কোন চুক্তির ক্ষেত্রে একাধিক প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা থাকলে যে কোন একজন প্রতিশ্রুতি গ্রহীতার নিকট প্রতিশ্রুতি পালনের প্রস্তাব সকল প্রতিশ্রুতি গ্রহীতার নিকট বৈধ প্রস্তাব দাখিল করা হয়েছে গণ্য হবে।

(৪) যে ক্ষেত্রে কোন দ্রব্য সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, সেক্ষেত্রে সরবরাহকৃত দ্রব্য প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দেওয়া হয়েছে কিনা তা অপর পক্ষকে পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ দিতে হবে।

(৫) এক্ষেত্রে সেই ব্যক্তিকেই চুক্তি পালনের প্রস্তাব করতে হবে যিনি তা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। অন্য কোন ব্যক্তি চুক্তি পালনের প্রস্তাব করলে তা বিধিসম্মত হয় না।

(৬) কোন ব্যক্তি চুক্তি পালনের প্রস্তাব উত্থাপনের স্থানে ও সময়ে যে সমগ্র প্রতিশ্রুতি পালন করতে সমর্থ ও ইচ্ছুক তা নির্ধারণের জন্য, যে ব্যক্তির নিকট প্রস্তাব করা হয়েছে, তাকে ন্যায্য সুযোগ প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে আংশিক প্রতিশ্রুতি পালনের প্রস্তাব বিধিসম্মত বলে গণ্য করা হবে না।

(৭) চুক্তি পালনের প্রস্তাব প্রকৃত আকারে ও প্রকৃত ব্যক্তিকেই (প্রতিশ্রুতি গ্রহীতা বা তাঁর নিযুক্ত প্রতিনিধি) করতে হবে।

২(খ).৩.৩ কে চুক্তি পালন করবেন?

(১) **প্রতিশ্রুতি দাতা স্বয়ং** (Promisor himself) — যেক্ষেত্রে চুক্তিতে প্রতিশ্রুতিদাতা নিজের চুক্তি পালনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন, সেক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি দাতা নিজে প্রতিশ্রুতি পালন করবেন—(৪০ ধারা। যে সকল চুক্তির ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিদাতার ব্যক্তিগত নিপুনতা (Personal Skill), রুচি বা দক্ষতা বা সুনামের প্রশ্ন জড়িত, সে ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি দাতা নিজে প্রতিশ্রুতি পালনে বাধ্য থাকবেন।

উদাহরণ : 'ক' নামক ব্যক্তি 'খ' নামক ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট তৈল চিত্র এঁকে দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। এখানে 'ক' 'খ' কে ছবিটি এঁকে দিতে বাধ্য থাকবেন।

(২) **প্রতিনিধি** (Agent) — যে ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত নিপুনতা, রুচি বা সুনামের ব্যাপারে জড়িত সে সকল ক্ষেত্র ব্যতীত সকল ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি দাতা নিযুক্ত কোন প্রতিনিধি চুক্তি পালন করতে পারেন—(৪০ ধারা)।

(৩) **আইনগত প্রতিনিধি** (Legal representatives) — যে চুক্তি পালনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত নিপুনতা, রুচি বা দক্ষতার প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিদাতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিশ্রুতি পালনের দায় শেষ হয়। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারী বা বিধিগত প্রতিনিধিদের (legal representatives) ওপর এই দায় বর্তায় না। ল্যাটিন ভাষায় বলা হয় 'actio personalis persona'। এর অর্থ ব্যক্তিগত দায় মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যায়।

কিন্তু, যেক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি পালনের সঙ্গে কোনরূপ ব্যক্তিগত নিপুনতা বা দক্ষতার প্রয়োজন লাগে না, সেক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির বিধিগত প্রতিনিধিদের ওপর প্রতিশ্রুতি পালনের দায় বর্তাবে।

বিধিগত প্রতিনিধিদের ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি পালনের দায়িত্ব মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির মূল্য পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। [New India Motor (Pvt.) Ltd. V. Smt. S. P. Duggal, (1982)]

উদাহরণ :

(ক) 'ক' কোন একটি নির্দিষ্ট দিনে ও নির্দিষ্ট স্থানে 5,000 টাকার বিনিময়ে 'খ' কে নির্দিষ্ট একটি বস্তু দিতে প্রতিশ্রুত হয়। প্রতিশ্রুতি পালনের পূর্বেই 'ক'-এর মৃত্যু হয়। 'ক' এর বিধিগত প্রতিনিধিরা পূর্ব নির্ধারিত দিন ও পূর্বনির্ধারিত স্থানে ঐ নির্দিষ্ট বস্তু 'খ' কে সরবরাহ দিতে বাধ্য থাকিবেন। অন্যদিকে 'খ' 5,000 টাকা দিতে বাধ্য থাকবেন।

(খ) 'ক' 'খ' কে একটি নির্দিষ্ট দিনে একটি ছবি এঁকে দিতে প্রতিশ্রুত হয়। প্রতিশ্রুতি পালনের পূর্বে 'ক' এর মৃত্যু ঘটল। এক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি পালন 'ক' এর ব্যক্তিগত নিপুনতার সঙ্গে জড়িত। তাই 'ক' এর মৃত্যুর পর তাঁর বিধিগত প্রতিনিধিরা এই প্রতিশ্রুতি পালন করতে পারবেন না।

(৪) **তৃতীয় পক্ষ** (Third Party) — প্রতিশ্রুতি গ্রহীতা কোন তৃতীয় পক্ষের দ্বারা প্রতিশ্রুতি পালন স্বীকার করলে, পরে তিনি প্রতিশ্রুতি পালন বলবৎ করতে পারেন না (৪১ ধারা)।

(৫) **যৌথ প্রতিশ্রুতি দাতা** (Joint Promisor) —দুই বা ততোধিক ব্যক্তি যুগ্মভাবে প্রতিশ্রুতি দিলে, তারা যুগ্মভাবে ঐ প্রতিশ্রুতি পালনে বাধ্য থাকবেন, যদি না চুক্তিতে বিরুদ্ধ কোন মতের কোন উল্লেখ থাকে। যুগ্মভাবে যাঁরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাদের কোন একজনের মৃত্যু হলে ঐ মৃতু ব্যক্তির দায় তাঁর বিধিগত প্রতিনিধিবর্গের (legal representatives) ওপর বর্তাবে এবং মৃত ব্যক্তির ঐ প্রতিনিধিবর্গ জীবিত প্রতিশ্রুতি দাতা বা প্রতিশ্রুতিগণের সঙ্গে যুগ্মভাবে ঐ দায় পালনে আবদ্ধ হয়ে থাকেন। যেক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি দাতাদের মধ্যে কেউই আর জীবিত নেই, সেক্ষেত্রে তাঁদের বিধিগত প্রতিনিধিবর্গের ওপর যুগ্মভাবে দায় বর্তাবে ও প্রতি সংক্রামিত হবে — (৪২ ধারা)।

২(খ).৪ পরস্পর প্রতিশ্রুতি

একজনের প্রতিদান সাপেক্ষে যখন অন্যজনের প্রতিদান সম্পাদিত হয়, তাকে 'পরস্পর প্রতিশ্রুতি' বলে—[২(এফ্)ধরা]। যেমন- 'খ' এর কিছু করা বা না করার প্রতিশ্রুতি সাপেক্ষে 'ক' যখন

কিছু করা বা না করার প্রতিশ্রুতি দেয়, তখন এই ধরনের প্রতিশ্রুতিকে পরস্পর প্রতিশ্রুতি বলে। Jones V. Barkley বিখ্যাত মোকদ্দমায় রায় দান কালে Lord Mansfield পরস্পর প্রতিশ্রুতিকে নিম্নলিখিত তিনভাগে শ্রেণীবিভাগ করেছেন :

(১) **পৃথক এবং স্বাধীন** (Mutual and independent) — এক্ষেত্রে প্রতিটি পক্ষ অপর পক্ষের প্রতিশ্রুতি পালনের উপর অপেক্ষা না করে তাঁর প্রতিশ্রুতি পালন করেন।

উদাহরণ : কোন একটি বিক্রয় চুক্তিতে, 'ক' মাসের প্রথম পণ্যের মূল্য দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। 'খ' মাসের ১৫ তারিখে 'ক' কে পণ্য সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দেন। এক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিগুলি পৃথক ও স্বাধীন।

(২) **শর্তাধীন ও নির্ভরশীল** (Conditional and dependent) —এক্ষেত্রে এক পক্ষের প্রতিশ্রুতি পালন অপর পক্ষের প্রতিশ্রুতি পালনের উপর নির্ভরশীল। এক পক্ষ যদি প্রতিশ্রুতি পালন না করেন তাহলে অপর পক্ষ প্রতিশ্রুতি পালন করেন না।

উদাহরণ : 'ক' পঞ্চাশ (50) টাকা আগাম দেওয়ার প্রতিশ্রুতি সাপেক্ষে 'খ' 'ক' এর একখানি কাজ করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। এক্ষেত্রে 'খ' আগাম অর্থ না পেয়ে 'ক' এর কাজ খানি করবে না। সুতরাং এক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি শর্তাধীন ও নির্ভরশীল।

(৩) **পৃথক ও যুগপৎ** (Mutual and concurrent) —এক্ষেত্রে চুক্তির উভয়পক্ষ একই সঙ্গে পৃথক পৃথক ভাবে প্রতিশ্রুতি পালন করে থাকেন।

উদাহরণ : বিক্রয় চুক্তির ক্ষেত্রে নগদে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের পৃথক ও যুগপৎ প্রতিশ্রুতি পালিত হয়ে থাকে।

২(খ).৪.১পরস্পর প্রতিশ্রুতি পালনের নিয়মাবলী

চুক্তি আইনের ৫১ থেকে ৫৪ ধারায় পরস্পর প্রতিশ্রুতি পালনের নিয়মাবলীর উল্লেখ আছে। নিয়মাবলীগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হল :

(১) **পরস্পর প্রতিশ্রুতি যুগপৎ পালন** (Simultaneous performance of reciprocal promises) —**৫১ ধারা**।

যে চুক্তির ক্ষেত্রে উভয় প্রতিশ্রুতি একই সঙ্গে পালন করতে হবে বলে চুক্তি সম্পাদিত হয় সেক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি গ্রহীতা তার প্রতিশ্রুতি পালনে সম্মত এবং প্রস্তুত না হলে, প্রতিশ্রুতিদাতার নিজের প্রতিশ্রুতি পালনের প্রয়োজন হয় না।

উদাহরণ : 'ক' ও 'খ' এর মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হয় যে 'ক' একটি নির্দিষ্ট বস্তু সরবরাহ করবে এবং 'খ' বস্তুটি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উহার নির্দিষ্ট মূল্য প্রদান করবেন। এক্ষেত্রে 'ক' এর ঐ নির্দিষ্ট বস্তু সরবরাহ করার প্রয়োজন হবে না যদি 'খ' ঐ নির্দিষ্ট বস্তুর জন্য নির্দিষ্ট মূল্য দিতে সম্মত বা প্রস্তু না হন। অথবা 'খ'-র নির্দিষ্ট মূল্য করার প্রয়োজন নেই যদি 'ক' ঐ নির্দিষ্ট বস্তু সরবরাহে সম্মত বা প্রস্তুত থাকেন।

(২) **পরস্পর প্রতিশ্রুতি পালনের পর্যায়ক্রমে** (Order of performance of reciprocal promises) —**৫২ ধারা**।

যেক্ষেত্রে পরস্পর প্রতিশ্রুতির কোন্‌টি আগে পালন করতে হবে, তার ক্রম (order) চুক্তিতে

ব্যক্ত ভাবে উল্লেখ করা আছে, সেক্ষেত্রে সেইরকম ক্রমানুযায়ী প্রতিশ্রুতি পালন করতে হবে। যেক্ষেত্রে এরূপ কোন ক্রম ব্যক্তভাবে উল্লেখ থাকে না, সেক্ষেত্রে লেনদেনের প্রকৃতি বিচার করে প্রতিশ্রুতি পালনের ক্রম নির্ণয় করা হয়।

উদাহরণ :

(i) 'ক' ও 'খ' এর মধ্যে চুক্তি হয় যে, 'ক' 'খ'-র পছন্দমতো একটি অলংকার গড়ে দিলে 'খ' তাকে নির্দিষ্ট মূল্য প্রদান করবে। এক্ষেত্রে 'খ'-র টাকা প্রদানের প্রতিশ্রুতি পালনের আগে 'ক'-র অলংকার গড়ার প্রতিশ্রুতি পালন করতে হবে।

(ii) 'ক' ও 'খ'-র মধ্যে চুক্তি হল যে, 'খ' নির্দিষ্ট মূল্যের কোন সম্পত্তি জমা (security) হিসাবে রাখলে 'ক' তাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা ধার দেবেন। 'খ' যদি ঐ নির্দিষ্ট মূল্যের সম্পত্তি জমা না রাখেন তাহলে 'ক'-র প্রতিশ্রুতি পালনের প্রয়োজন হয় না। এক্ষেত্রে চুক্তির প্রকৃতি অনুযায়ী বোঝা যাচ্ছে 'খ' তার প্রতিশ্রুতি মত সম্পত্তি জমা রাখলে তবেই 'ক' নির্দিস্ট পরিমাণ টাকা ধার দেবেন।

(৩) **কোন এক পক্ষের কার্য দ্বারা অপর পক্ষের প্রতিশ্রুতি পালনে বাধা** (Effect of one party preventing another from performing promises) —**৫৩ ধারা**।

পরস্পর প্রতিশ্রুতি পালনের চুক্তির ক্ষেত্রে চুক্তির কোন এক পক্ষ অপরপক্ষকে প্রতিশ্রুতি পালনে বাধা দান করতে পারেন। এক্ষেত্রে বাধাপ্রাপ্ত পক্ষের ইচ্ছানুসারে চুক্তিটি নিষ্ফলযোগ্য (Voidable) হবে। চুক্তি পালন না হওয়ার জন্য বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তির যে ক্ষতি হবে তা তিনি অপর পক্ষের থেকে ক্ষতিপূরণ বাবদ পাবার অধিকারী।

উদাহরণ : 'ক' ও 'খ'-র মধ্যে চুক্তি হল যে 'ক' 500 টাকার বিনিময়ে 'খ'-র নির্দিষ্ট কিছু কাজ করে দেবেন। 'ক' ঐ কাজ করতে সম্মত ও প্রস্তুত। এমন অবস্থায় 'খ' 'ক' কে তার প্রতিশ্রুতি পালনে বাধা দান করেন। এক্ষেত্রে 'ক'-র ইচ্ছানুসারে, চুক্তিটি নিষ্ফলযোগ্য হবে। এক্ষেত্রে চুক্তিটি পালিত না হওয়ার জন্য 'ক'-র ক্ষতি হল তাহা 'খ'-র কাছ থেকে পাবার অধিকারী।

(৪) **প্রথমে প্রতিশ্রুতি পালনের ব্যর্থতার পরিণাম** (Effect of default as to promise to be performed first) —**৫৪ ধারা**।

যখন পরস্পর প্রতিশ্রুতির কোন চুক্তি এমনভাবে সম্পাদিত হয় যে এক পক্ষের প্রতিশ্রুতি পালিত না হলে অপর পক্ষের প্রতিশ্রুতি পালন সম্ভব নয়, তখন অপর পক্ষ প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থ হলে উক্ত প্রতিশ্রুতি দাতা অপর পক্ষকে পরস্পর প্রতিশ্রুতি পালনের দাবি করতে পারেন না। এবং প্রতিশ্রুতি পালন না করার জন্য অপর পক্ষের যে ক্ষতি হবে তাহা তিনি পূরণ করবেন।

উদাহরণ : 'ক' এর সঙ্গে মিষ্টির দোকানের মালিকের সঙ্গে চুক্তি হল তিনি 'ক' কে নির্দিষ্ট মূল্যে একটি নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট পরিমাণ মিষ্টি সরবরাহ করবেন। এদিকে 'ক' অন্য এক ব্যক্তির ('গ') সঙ্গে অনুষ্ঠান বাড়িতে মিষ্টি সরবরাহের জন্য চুক্তি বদ্ধ হন। চুক্তি পালন করতে না পারলে নির্দিষ্ট ক্ষতিপূরণের কথাও চুক্তির মধ্যে উল্লেখ করা হয়। ঘটনাক্রমে ঐ নির্দিষ্ট দিনে মিষ্টির দোকানের মালিক চুক্তিমত মিষ্টি সরবরাহ করতে পারেন নি। এক্ষেত্রে 'ক' চুক্তি পালনে ব্যর্থ হওয়ায় 'গ' কে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। 'ক' এই আর্থিক ক্ষতিপূরণ মিষ্টির দোকানের মালিকের থেকে পাবার অধিকারী।

(৫) **বৈধ ও অবৈধ কার্যের পরস্পর প্রতিশ্রুতি** (Legal and illegal performanece of reciprocal promise) — **৫৭ ধারা**।

যদি পরস্পর চুক্তিতে বৈধ ও অবৈধ উভয় রকম কার্য করার প্রতিশ্রুতি থাকে তাহলে বৈধ কার্যের প্রতিশ্রুতি হল বলবৎ যোগ্য চুক্তি। কিন্তু, অবৈধ কার্যের প্রতিশ্রুতি নিষ্ফল সম্মতি হিসাবে গণ্য হবে।

২(খ).৫ প্রতিশ্রুতি পালনের স্থান ও সময়

কোন চুক্তির ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি পালনের সময় ও স্থান সাধারণত চুক্তির সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের দ্বারা নির্ধারিত হবে। চুক্তির ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি পালনের স্থান ও সময় সম্পর্কীয় সাধারণ নিয়মাবলী চুক্তি আইনের ৪৬-৫০ ধারায় নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে :

(১) যে সকল ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি-গ্রহীতার বিনা আবেদনে প্রতিশ্রুতি দাতাকে প্রতিশ্রুতি পালন করতে হয়, এবং যে সকল ক্ষেত্রে চুক্তিতে প্রতিশ্রুতি পালনের নির্দিষ্ট কোন সময় দেওয়া থাকে না, সেসব ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি দাতাকে যুক্তি সঙ্গত সময়ের মধ্যে প্রতিশ্রুতি পালন করতে হবে। কোন চুক্তির ক্ষেত্রে 'যুক্তিসঙ্গ ত সময়' ঐ চুক্তির পারিপার্শ্বিক অবস্থা তা স্থির করে—**৪৬ ধারা**।

(২) যে ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি দাতা প্রতিশ্রুতি গ্রহীতার বিনা আবেদনে কোন নির্দিষ্ট দিনে প্রতিশ্রুতি পালন করতে রাজি হয়েছেন, সেক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি দাতা ঐ নির্দিষ্ট দিনের স্বাভাবিক কাজ কর্মের সময়ের মধ্যে পূর্ব নির্দিষ্ট স্থানে প্রতিশ্রুতি পালন করবেন—**৪৭ ধারা**।

(৩) যে ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট দিনে প্রতিশ্রুতি পালন করতে হবে কিন্তু প্রতিশ্রুতি গ্রহীতার বিনা আবেদনে প্রতিশ্রুতি দাতা প্রতিশ্রুতি পালনে রাজি হন নি, সেক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি গ্রহীতাকে উপযুক্ত স্থানে ও স্বাভাবিক কাজ কর্মের সময়ের মধ্যে প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য আবেদন করতে হবে। উপযুক্ত স্থান ও সময় বলতে কী বোঝাবে, তা প্রতিটি ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক অবস্থান উপর নির্ভর করবে—**৪৮ ধারা**।

(৪) যে ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি গ্রহীতার বিনা আবেদনে প্রতিশ্রুতি পালন করতে হবে এবং প্রতিশ্রুতি পালনের কোন স্থান নির্ধারিত হয় নাই, সেক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি গ্রহীতার নিকট যুক্তিসঙ্গত স্থান নির্ধারণের জন্য আবেদন করা এবং ঐ নির্ধারিত স্থানে প্রতিশ্রুতি পালন করা প্রতিশ্রুতি দাতার কর্তব্য —**৪৯ ধারা**।

(৫) প্রতিশ্রুতি গ্রহীতার ব্যবস্থা মতে বা অনুমোদনক্রমে যে কোন ভাবে বা যে কোন সময়ে চুক্তি পালন করা যেতে পারে—**৫০ ধারা**।

২(খ).৫.১নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিশ্রুতি পালন

অনেক সময় চুক্তির ক্ষেত্রে উল্লেখ থাকে যে নির্দিষ্ট সময়ে বা তার পূর্বে চুক্তি পালন করতে হবে। এক্ষেত্রে লেনদেনের স্বরূপ বিবেচনা করে আদালত স্থির করবেন যে, চুক্তিতে উল্লিখিত সময় চুক্তির অপরিহার্য অংশ কিনা। চুক্তিতে সময়ের উল্লেখ করা থাকলেই তা চুক্তির অপরিহার্য অংশ হতে পারে না। চুক্তির গঠন ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিচার করলেই বোঝা যায় 'নির্দিষ্ট সময়' চুক্তির অপরিহার্য অংশ কিনা।

চুক্তিতে বর্ণিত সময় অনুসারে চুক্তি পালিত না হলে তার যা পরিণাম হয়, তা চুক্তি আইনের ৫৫ ধারায় নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে :

(১) 'সময়' যদি চুক্তির ক্ষেত্রে অপরিহার্য অংশ বলে বিবেচিত হয় এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যদি প্রতিশ্রুতি পালিত না হয়, তাহলে ঐ চুক্তি (বা তার যে অংশ পালিত হয় নাই) প্রতিশ্রুতি-গ্রহীতার ইচ্ছানুসারে নিষ্ফলযোগ্য (Voidable) হবে।

(২) এরূপ ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি গ্রহীতা ইচ্ছা করলে নির্ধারিত সময়ের পরেও প্রতিশ্রুতি পালন গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু এই প্রকার গ্রহণের সময়, বিলম্বে প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করা যাবে না।

(৩) যে ক্ষেত্রে 'সময়' চুক্তির অপরিহার্য অংশ বলে বিবেচিত হয় না, সেক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চুকি পালিত না হলে চুক্তি বাতিলযোগ্য হবে না। কিন্তু এর জন্য প্রতিশ্রুতি গ্রহীতার কোন ক্ষতি হলে তিনি ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারেন।

২(খ).৫.২ কোন চুক্তি পালন করার প্রয়োজন নেই।

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে চুক্তি আর পালন করার প্রয়োজন হয় না :

(১) চুক্তি সম্পাদন যখন অসম্ভব হয়ে পড়ে—৫৬ ধারা।

(২) চুক্তিভুক্ত পক্ষদের পারস্পরিক সম্মতিতে যখন চুক্তির নবীকরণ, পরিবর্তন বা রদকরণ করা হয়, তখন পুরানো চুক্তি আর পালন করতে হয় না—৬২ ধারা।

(৩) চুক্তি মকুব করা হলে পুরানো চুক্তি আর পালন করতে হয় না—৬৩ ধারা।

(৪) যে চুক্তি কোন একপক্ষের ইচ্ছানুসারে বাতিলযোগ্য সেক্ষেত্রে কোন একপক্ষ যদি চুক্তি রদ বা বাতিল করেন তাহলে চুক্তির অপর পক্ষকে আর চুক্তি পালন করতে হয় না—৬৪ ধারা।

(৫) যে ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি গ্রহীতা প্রতিশ্রুতি দাতাকে প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য উপযুক্ত ও যুক্তি সঙ্গত সুযোগ সুবিধা প্রদান করেন না, সেক্ষেত্রে এই উপযুক্ত ও যুক্তিসঙ্গত সুযোগ-সুবিধার অভাবের জন্য প্রতিশ্রুতি পালন করা থেকে অব্যহতি পেতে পারেন—৬৭ ধারা।

২(খ).৬ চুক্তিভঙ্গ

চুক্তির ক্ষেত্রে যে দায় থাকে তা ভঙ্গ করার অর্থই হল চুক্তিভঙ্গ করা। আইনগত কোন কারণ ছাড়া যখন চুক্তিভঙ্গ কোন পক্ষ চুক্তি অনুযায়ী দায় পালন করেন না তখন বলা হয় চুক্তিভঙ্গ হল।

চুক্তিভঙ্গ কে দুই ভাগে ভাগ করা যায় : (১) প্রকৃত চুক্তিভঙ্গ (Actual Breach of Contract) এবং (২) পূর্বাহ্নে চুক্তিভঙ্গ (Anticipatory Breach of Contract)।

(১) **প্রকৃত চুক্তিভঙ্গ** (Actual Breach of Contract) —চুক্তি পালনের নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হলে বা চুক্তি পালনের সময় চুক্তির কোন এক পক্ষ প্রতিশ্রুতি পালন করতে অস্বীকার করলে

অথবা প্রতিশ্রুতি পালন করতে অস্বীকার করলে প্রকৃত চুক্তিভঙ্গ হয়ে থাকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, প্রকৃত চুক্তিভঙ্গ দুটি সময় হয়ে থাকে

(ক) চুক্তি পালনের নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হলে, এবং

(খ) চুক্তি পালন করার সময়।

(ক) চুক্তি পালনের নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হলে যখন চুক্তির কোন পক্ষ তার প্রতিশ্রুতি পালনের দায় অস্বীকার করেন, তখন বলা হয় প্রকৃত চুক্তিভঙ্গ হল।

উদাহরণ : 'ক' 'খ' কে নির্দিষ্ট মূল্যে 100 বস্তা সিমেন্ট ১৫ই মার্চে সরবরাহ করবেন বলে চুক্তিবদ্ধ হন। ১৫ই মার্চে সরবরাহ করতে পারেন নি। এক্ষেত্রে 'ক' দ্বারা চুক্তিভঙ্গ হল।

এক্ষেত্রে যদি সিমেন্ট সরবরাহের 'সময়' চুক্তির অত্যাবশ্যক অংশ না হয়, এবং 'ক' যদি ১৫ই মার্চের পর তার প্রতিশ্রুতি পালন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তবে 'খ' তা গ্রহণ করতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে 'খ' এর যদি কোন ক্ষতি হয়ে থাকে, তবে তিনি তা দাবি করতে পারেন। তখন এই ক্ষতিপূরণ আদায়ের ইচ্ছা প্রকাশ করে 'ক' কে অবশ্যই আগাম নোটিশ দিতে হবে।

(খ) যদি চুক্তি পালন করার সময় চুক্তির কোন এক পক্ষ তার প্রতিশ্রুতি পালন করতে অসমর্থ হন বা প্রতিশ্রুতি পালনে অস্বীকার করেন তখন বলা হয় প্রকৃত চুক্তিভঙ্গ হল।

উদাহরণ : 'ক' একটি রেলওয়ে কোম্পানির সঙ্গে 3000 টন রেলওয়ে চেয়ার সরবরাহ করতে সম্মত হন। 1787 টন চেয়ার সরবরাহের পর রেলওয়ে কোম্পানি 'ক' কে আর চেয়ার সরবরাহ করতে বারণ করেন। এক্ষেত্রে রেলওয়ে কোম্পানি তার প্রতিশ্রুতি পালন না করে চুক্তিভঙ্গ করেছে। এক্ষেত্রে 'ক' চুক্তিভঙ্গের প্রতিকারের জন্য মামলা করতে পারেন।

[Cort V. Ambergate etc. Rly. Co. (1851)]

(২) **পূর্বাহ্নে চুক্তিভঙ্গ** (Anticipatory Breach of Contract) —

চুক্তি পালনের সময় উপস্থিত হওয়ার পূর্বেই যদি প্রতিশ্রুতি দাতা চুক্তি পালনের অনিচ্ছা প্রকাশ করেন বা চুক্তির দায় প্রত্যাখান করেন, অথবা নিজের কার্যদ্বারা নিজেকে চুক্তি সম্পাদনে অসমর্থ করে তোলেন, তবে তখন পূর্বাহ্নে চুক্তিভঙ্গ ঘটে।

উদাহরণ :

(ক) 'ক' 'খ' ২৭ শে নভেম্বর-এ বিবাহ করার জন্য সম্মত হয়। ২৫ শে অক্টোবরে 'খ' 'গ' কে বিবাহ করেন। এক্ষেত্রে 'খ' পূর্বাহ্নে চুক্তিভঙ্গ করেন।

(খ) 'ক' 'খ' কে ২২ শে মার্চ তারিখ তার ভ্রমন সংস্থার কাজে নিযুক্ত করেন। চুক্তিতে স্থির হয় ১ লা জুন হতে সে কাজে যোগদান করবে। কিন্তু ১লা জুনের পূর্বেই ২০শে মে তারিখে 'ক' চিঠি দিয় 'খ' এর নিযুক্তি বাতিল করে দেন। 'খ' 'ক'-র বিরুদ্ধে চুক্তিভঙ্গের অভিযোগে আদালতে নালিশ করেন ও আদালতের বিচারে জয়লাভ করেন। [Hachester V. Delatour]

পূর্বাহ্নে চুক্তিভঙ্গ হলেই যে চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটবে এমন কোন কথা নেই। পূর্বাহ্নে চুক্তিভঙ্গের ফলে যে পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত (Aggrieved Party) হল তিনি যদি তখন তাকে প্রকৃত চুক্তিভঙ্গ বলে মেনে নেন, তবেই চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটে। এবং তখন প্রয়োজনে চুক্তিভঙ্গের জন্য মোকাদ্দমা করতে

পারেন। কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ (aggrieved party) পূর্বাহ্নে চুক্তিভঙ্গকে প্রকৃত চুক্তিভঙ্গ না মেনে চুক্তি বজায় রাখতেও পারেন এবং অপরপক্ষ পরে চুক্তি পালন করতে পারেন।

আইনগত কারণে যদি চুক্তিপালন অসম্ভব হয়ে পড়ে তবে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ অন্য পক্ষের বিরুদ্ধে চুক্তি ভঙ্গের জন্য ক্ষতিপূরণের দাবির অধিকার থাকে না।

২(খ).৬.১চুক্তিভঙ্গের প্রতিকার

চুক্তির দ্বারা সংশ্লিষ্ট অধিকার ও দায় সৃষ্টি হয়। চুক্তিভঙ্গের ক্ষেত্রে আদালত দ্বারা চুক্তিভঙ্গের প্রতিকার পাওয়া না গেলে চুক্তির দ্বারা সৃষ্ট অধিকারের কোন মূল্য নেই। চুক্তিভঙ্গের প্রতিকার বলতে বোঝায় আইনের দ্বারা চুক্তির সংশ্লিষ্ট অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

যে ক্ষেত্রে চুক্তিভঙ্গ হয়, ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ নিম্নলিখিত এক বা একাধিক ভাবে প্রতিকার পেয়ে থাকেন :

১. চুক্তি রদ করা (Rescission of the contract);
২. খেসারতের জন্য মোকদ্দমা (Suit for damages);
৩. অর্জিত পরিমাণ সূত্রানুযায়ী মামলা (Suit upon Quantum Meruit);
৪. নির্দিষ্ট চুক্তি পালন (Specific Performance of the Contract);
৫. নিষেধাজ্ঞার জন্য মোকদ্দমা (Suit for Injunction);

১। **চুক্তি রদ করা** (Rescission of the contract) ঃ

কোন এক পক্ষের দ্বারা চুক্তিভঙ্গ হলে চুক্তির অপর পক্ষ চুক্তিটি বাতিল বলে মনে করতে পারেন এবং চুক্তি পালনের দায় থেকে অব্যাহতি দ্বারা চুক্তির অন্তর্গত সকল প্রকার দায় থেকে মুক্তিলাভ করেন।

উদাহরণ :

(ক) এক দোকানদার এক বাড়ি নির্মাতাকে বাড়ির ছাদ ঢালাইয়ের দিন নির্দিষ্ট মূল্যে ১০০ বস্তা সিমেন্ট সরবরাহ করতে সম্মত হন। নির্দিষ্ট দিনে দোকানদার ১০০ বস্তা সিমেন্ট সরবরাহ করেন নি। বাড়ি নির্মাতা অন্য জায়গা থেকে সিমেন্ট কিনে তার কাজ চালিয়ে নেন। এক্ষেত্রে বাড়ি নির্মাতা চুক্তিটি বাতিল বলে গণ্য করবেন এবং সিমেন্টের মূল্য প্রদানের জন্য কোন দায় তাঁর থাকবে না।

(খ) এক বাড়ির মালিক একজন মিস্ত্রীর সঙ্গে তার বাড়ি মেরামতির জন্য চুক্তিবদ্ধ হন। বাড়ির মালিক কোন কোন জায়গা মেরামতি করতে হবে তা দেখিয়ে দিতে অবহেলা করেন বা অস্বীকার করেন। বাড়ির মালিকের এই অবহেলার জন্য ঐ মিস্ত্রীর পক্ষে মেরামতি কার্য সম্পাদন করা সম্ভব হয় নি। এই অবহেলার জন্য মিস্ত্রীর পক্ষে মেরামতি কার্য সম্ভব না হলে মিস্ত্রী এই চুক্তি পালন করা থেকে অব্যাহিত পাবে।

চুক্তি আইনের ৬৭ ধারা অনুসারে, প্রতিশ্রুতি গ্রহীতা যদি প্রতিশ্রুতিদাতাকে প্রতিশ্রুতি পালনের যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দিতে অস্বীকার করেন, সেই সুযোগের অভাবে প্রতিশ্রুতি পালন যতটুকু সম্ভব না হয় তার জন্য প্রতিশ্রুতি দাতার কোন দায় থাকে না।

২। **খেসারতের জন্য মোকদ্দমা** (Suit for Damages) ঃ

চুক্তিভঙ্গের জন্য আদালতের আদেশ অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে যে আর্থিক ক্ষতিপূরণ

দেওয়া হয় তাকে খেসারত বলে। চুক্তিভঙ্গের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে যে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়, তা দূর করার জন্য তাকে খেসারত দেওয়া হয়। চুক্তিভঙ্গ না হয়ে যদি চুক্তি সম্পাদিত হত, তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি (চুক্তিভঙ্গের ক্ষেত্রে) যে সুবিধা ভোগ করতেন চুক্তিভঙ্গের ক্ষেত্রে তার সমতুল্য খেসারত তাকে দেওয়া হয়। এটাকে তাই অনেক সয়ম পুনরুদ্ধারের নীতি বলা হয় (The doctrine of restitution or restitutio in integrum)।

উদাহরণ :

'ক' 500 টাকা দরে 5 ক্যুইন্টাল চাল 'খ' বিক্রয় করতে সম্মত হন। চাল সরবরাহের সঙ্গে সঙ্গে ই 'খ' চালের মূল্য দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। চালের দাম বেড়ে 550 টাকা প্রতি ক্যুইন্টাল হওয়ায় 'ক' 'খ' কে চাল বিক্রয় করতে অস্বীকার করেন। 'খ' প্রতি ক্যুইন্টাল 50 টাকা হিসাবে ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারেন।

(৩) **অর্জিত পরিমাণ সূত্রানুযায়ী মামলা** (Suit upon Quantum Meruit) ঃ

"Quantum Meruit" কথার আভিধানিক অর্থ হল "যত খানি উপার্জন করা হয়েছে"। যখন কোন ব্যক্তি চুক্তির অংশ হিসাবে কিছু কার্য (আংশিক কার্য) করেন এবং চুক্তির অপর চুক্তি রদ করেন বা এমন কিছু ঘটনা ঘটে যার দ্বারা চুক্তির বাকি কার্য করা সম্ভব হয় না, তখন যে ব্যক্তি চুক্তির অধীনে আংশিক কার্য করেছেন, তিনি পারিশ্রমিক পাবার অধিকারী। যখন কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে কোন কাজে নিযুক্ত করেন, সেক্ষেত্রে উপযুক্ত পারিশ্রমিকের কথা উল্লেখ করা নাও থাকতে পারে। কিন্তু ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এটা মনে করা যেতেই পারে যে কাজে যাকে নিযুক্ত করা হয়েছে তিনি উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাবেন। তাই এক্ষেত্রে নিয়োগকারী জন্য বা অন্য কোন কারণে চুক্তি বাতিল হলে কার্যে নিযুক্ত ব্যক্তি তার কার্যের আনুপাতিক হারে মূল্য বা পারিশ্রমিক পাওয়ার জন্য মোকদ্দমা করতে পারেন।

(৪) **বিনির্দিষ্ট চুক্তি পালন** (Specific Performance of the Contract) ঃ

কিছু কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে চুক্তিভঙ্গের জন্য খেসারতের (damages) পর্যাপ্ত প্রতিকার হয় না। এই সব ক্ষেত্রে আদালত কোন পক্ষকে চুক্তির শর্ত অনুসারে চুক্তি পালন করার জন্য নির্দেশ দিতে পারেন।

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে আদালত বিনির্দিষ্ট চুক্তি পালনের জন্য নির্দেশ দিতে পারেন—

(ক) যে চুক্তির ক্ষেত্রে আর্থিক ক্ষতিপূরণ (damages) কে চুক্তিভঙ্গের পর্যাপ্ত প্রতিকার বলে মানা হয় না।

(খ) যে ক্ষেত্রে চুক্তিভঙ্গের কারণে যে ক্ষতি হয় তা পরিমাপ করার, কোন নির্ধারিত পদ্ধতি (Standard measures) নেই।

(গ) যে ক্ষেত্রে চুক্তিভঙ্গের জন্য কোন আর্থিক ক্ষতিপূরণের কোন সম্ভাবনা নেই।

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে আদালত বিনির্দিষ্ট চুক্তি পালনের নির্দেশ দেন না। যেখানে—

(ক) খেসারত চুক্তিভঙ্গের পর্যাপ্ত প্রতিকার;

(খ) চুক্তি উভয় পক্ষের কাছে অনিশ্চিত ও অপর্যাপ্ত;

(গ) অছি (trustee) বিশ্বাসভঙ্গ করে চুক্তিস্থাপন করে;

(ঘ) ব্যক্তিগত ব্যাপারে চুক্তি, যেমন বিবাহের চুক্তি;

(ঙ) চুক্তি বাতিলযোগ্য প্রকৃতির;

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.